আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় অনেক অনেক অনেক ভালবাসি

জন মার্টিন

আমার ছেলে ঋভু। ও এখন ১৮ বছরের তরুণ। ও বড় হয়েছে আমার ঘুম পাড়ানি গান শুনে। ওর বয়স যখন এক বছর তখন থেকে ওকে টোনা-টুনির গান শুনাতাম। একসময় মনে হোল আমি ঋভুকে যে গল্প বলতে চাই, ওর কানে কানে যা বলতে চাই তা ওই ক্যাসেটে নেই। আমি টোনা-টুনির গান গুলোতে নতুন কিছু শব্দ জুড়ে দিতাম।
টোনা টুনির ক্যাসেটে বাজত-
খোকা যাবে মাছ ধরতে, সঙ্গে যাবে কে ?
সাথে যাবে হুল বিড়াল, কোমর বেঁধেছে।

আর আমি গাইতাম –

ঋভু যাবে রাজাকার মারতে, সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে তোমার বাবা দেখ কোমর বেঁধেছে
দেখ মা ও এসেছে।

টোনা-টুনির ক্যাসেটে আবার বাজত-

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়াল, বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরালো, পান ফুরালো, খাজনা দেব কিসে
আর কটা দিন সবুর কর, রশুন বুনেছি।

আর আমি সেই গান বদলে গাইতাম-

ঋভু ঘুমালো, পাড়া জুড়াল, রাজাকার এলো দেশে
দলে দলে মানুষ মারছে, বাঁচবো মোরা কিসে?
ঘর পুড়াল, বাড়ি পুড়াল বাঁচার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর যুদ্ধ করছি।

ঋভু আমার গান শুনে জিজ্ঞেস করত , ‘ বাবা রাজাকার কি? ওরা কেন মানুষ মারছে? কেন যুদ্ধ করবে? কে যুদ্ধ করছে?’
আমি আমার বাচ্চাটাকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতাম। বলতাম রাজাকারের কথা। এই গানগুলোকে আমি বলতাম ‘ঘুম জাগানিয়া’ গান। ঋভুদের জেগে থাকার গান। ওরা যদি না জেগে থাকে তবে দেশটা যে রাজাকারের দখলে চলে যাবে।

ঋভু জানে রাজাকার কি, রাজাকার কারা? ও দিনে দিনে প্রবাসের আলো বাতাসে বড় হচ্ছে। ওর চোখ খুলছে, খুলছে মন। ও আমাকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছে, ‘বাংলাদেশের মিনিস্টাররা কি ৭১ এর ঘটনাগুলো জানে?’ আমি বলি,’ হ্যাঁরে বাবা। ওদের অনেকে যুদ্ধ ও করেছে।’ ঋভুর এবার অবাক হবার পালা। তাহলে রাজাকারদের ট্রায়েল হচ্ছে না কেন?’
আমার কোন উত্তর ছিল না। ঋভু বোধহয় আমার অস্বস্তির কথা বুঝত। তাই তর্কটা আর আগাত না। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। আমি আর ওকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতাম না। ও যখন বাংলাদেশে গিয়েছিল ওকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও ওর শৈশবের শোনা গল্পের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিল থরে থরে সাজান সব প্রমাণ গুলোর সাথে।
জাদুঘর ঘুরে ও জিজ্ঞেস করেছিল, ‘হাউ কাম রাজাকারের বিচার হয়নি?’
আমার মুখে আবার ও কোন কথা নেই। ও আমার অস্বস্তির কথা আবারও বোধহয় বুঝতে পারল। ও চুপ করে গ্যাল।
আমার এই অস্বস্তির কারণেই কি ঋষিতাকে সেই একই ছড়া শুনাইনি? ঋষিতাকে কেন সেই ঘুম জাগানিয়ার গান শুনাইনি?
বিশ্বাস হারাতে হারাতে আমি যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম, পিছনে হাটতে হাটতে যখন আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন ঋষিতাকে আর বলা হয়নি রাজাকারের গল্প।
আজ বাড়িতে এসে আমি ঋষিতাকে বললাম, ‘ মাগো তোমাকে একটা নতুন গান শিখাব। গানটা না শিখে আজ যে তুমি ঘুমাতে যাবে না’।
ওর সাত বছরে এই প্রথম ওকে শিখালাম ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’।
আমি সারাদিন আজ এই গানটি শুনেছি।

মা তোর মুখের বানী মলিন হলে আমি নয়ন
ও মা আমি নয়ন, জলে ভাসি
সোনার বাংলা
আমি তোমায় অনেক অনেক অনেক ভালবাসি।

জন মার্টিন, সিডনি